দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

২৪ বছর পর প্রফেসর এমেরিটাস পদবি প্রদান

ঢাবি'র ৫ বরেণ্য শিক্ষাবিদ সম্মানিত

॥ সাইদুর রহমান ॥

২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত ৫ জন শিক্ষককে 'প্রফেসর এমেরিটাস' পদবি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের সর্বোচ্চ এই পদবি প্রদানের বন্ধত্ব ঘুচলো। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এমেরিটাস অধ্যাপকের ব্যাপারে দু'টি নীতিমালা বিদ্যমান। সর্বশেষ ২০০১ সালে করা নীতিমালা অনুযায়ী এমেরিটাস অধ্যাপকরা ৫ বছর দায়িত্ব পালন করবেন। আর সনাতনী নিয়ম অনুযায়ী আজীবন ভোগ করবেন প্রদত্ত সম্মান।

২০০১ সালে নীতিমালাটি সিন্ডিকেটে উত্থাপনের পর ঘোরতর আপত্তি ওঠে। ফলে পরবর্তীকালে আরও একটি যুগোপযোগী নীতিমালা করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ওই নীতিমালা আজও হয়নি। ফলে নবনিযুক্ত পাঁচ 'এমেরিটাস' সনাতন নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগ পাবেন। একজন উপ-রেজিস্ট্রার জানান, ২০০১ সালে কমিটির সুপারিশটি আপত্তির মুখে পড়ে। ফলে পরবর্তীতে আরও একটি নীতিমালা করার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সনাতনী আইন অনুযায়ীই এই এমেরিটাসরা আজীবনের জন্য এই সম্মান ভোগ করবেন (৫ বছর নয়)। আগের নিয়ম অনুযায়ী একজন সাধারণ অধ্যাপকের মত সব ধরনের আর্থিক সুবিধা পাবেন তারা। ক্লাস নেয়াটা তাঁদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তবে আগ্রহ প্রকাশের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে নিয়মিত ক্লাস নিতে হবে।

সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে অবসরপ্রাপ্ত দু'শিক্ষককে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ এই মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তারা হলেন ফার্মেসি বিভাগের ড. আবদুল জব্বার এবং রসায়ন বিভাগের ড. মফিজুর রহমান। এর আগে ইসলামী শিক্ষা বিভাগের ড. সিরাজুল হক, আরবি বিভাগের ড. মোয়াজ্জেম হোসেন প্রফেসর এমেরিটাস হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১ এপ্রিল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রফেসর এমেরিটাস প্রদান করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের আগে কতজন এপদে ভূষিত হয়েছেন, সে তথ্য জানাতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এমনকি সে তথ্য নেই বলেও জানা গেছে।

১৯৮৪ সালের পর বিভিন্ন সময়ে বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ভাষাবিজ্ঞানী ড. আহমদ শরীফ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ড. এএম সাব, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, ইংরেজির অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নাম প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা আর চূড়ান্ত হয়নি।

এসময়ের মধ্যে অবশ্য এই পদবি প্রদানের নিয়মাবলী পরিবর্তনেরও দাবি ওঠে। ২০০০ সালের একাডেমিক কাউন্সিলের একটি সভায় এ নিয়ে আলোচনাও হয় এবং ঘরোয়ারীতি নীতিমালা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। পরে একই বছরের ২৬ জুলাই সিন্ডিকেট সভায় তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে প্রধান করে ৬ সদস্যের একটি 'এমেরিটাস অধ্যাপক নীতিমালা' তৈরি কমিটি করা হয়। ওই কমিটি প্রায় একবছর কাজ করে ২০০১ সালের ২৯ মে সিন্ডিকেটে একটি সাধারণ রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে একই সময়ে ৭ জনের বেশি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এমেরিটাস পদবি না দেয়ার সুপারিশ করা হয়। পূর্বে একজন এমেরিটাস আজীবনের জন্য হলেও ওই কমিটি ৫ বছরের জন্য করার সুপারিশ করে। তবে সুযোগ-সুবিধা আগের চেয়ে বেশি অর্থাৎ এমেরিটাস অধ্যাপক সেক্রেটারিয়াল সুবিধা ভোগ করবেন। এমেরিটাস অধ্যাপকদের কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে না। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কর্মে ব্যাপৃত থাকবেন। এ পদের নিয়োগ পদ্ধতি হবে- প্রথমে বিভাগ বা ইন্সটিটিউটের একাডেমিক কমিটি থেকে নাম প্রস্তাব আসবে একাডেমিক কাউন্সিলে। তা ভিসি, সংশ্লিষ্ট ডিন এবং দুইজন বিশেষজ্ঞসহ মোট চারজনের কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। পরে উক্ত কমিটির ঐকমত্যের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল বিষয়টি বিবেচনা করবে এবং সিন্ডিকেটের কাছে সুপারিশ করবে। সূত্র জানায়, সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এবং তারও আগে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সময়ে প্রফেসর এমেরিটাস পদবি দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল। অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর সময়ে সিন্ডিকেটের একসভায় ইংরেজি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবতাবুজ্জামান, সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক কেএম সাদ উদ্দিনের নাম আলোচনায় আসে। কিন্তু তখন এ নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠেছিল। যে কারণে শেষপর্যন্ত পদবি প্রদান বন্ধ থাকে।

১৫ জুন একাডেমিক কাউন্সিলে যে পাঁচ বরেণ্য শিক্ষাবিদকে প্রফেসর ইমিরিটা পদবীতে ভূষিত করা হয় তারা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. এটিএম আনিসুজ্জামান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ অহির হায়দার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী আজকের হোসেন ও চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কিবরিয়া।

১৭ জুন অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ গৃহিত হয়েছে। এর ফলে পাঁচ শিক্ষাবিদ যে কোন সময়ে স্বপদে যোগদান করতে পারবেন।

ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জানান, শিক্ষকরা আজীবন সম্মাননা ভোগ করবেন। পাঁচ শিক্ষাবিদকে সম্মানিত করতে পেরে তারাও সম্মানিত বোধ করছেন।